তারিখ ... 14 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৬ ...

যুগান্তর

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম

ভর্তি কোচিং বন্ধের নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট ।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে স্বাস্থ্য অধিদফতরে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে এই প্রথমবারের মতো স্বাস্থ্য অধিদফতরে ভর্তি পরীক্ষার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা ও গোপন তথ্য কন্ট্রোল রুমে জানাতে পারবেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্র জানায়, ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাজধানীসহ সারা দেশে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা। এ পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ইতিপূর্বে একটি কুচক্রী গোষ্ঠী এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ করতে প্রচেষ্টা চালায়। তাই এবারের পরীক্ষা নির্বিঘ্ন ও ঝামেলামুক্ত রাখতেই কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগের টেলিফোন নম্বরগুলো

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পরীক্ষা : মেডিকেল ভর্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হল : ৮৮১৮৭৩৬, ৮৮১৯৩৫৩, ৮৮২৫৪০০। এছাড়া ০১৫৫৫৫৫৫১৬৭ মোবাইল ফোনে এবং ৯৮৮৬৬১২ নম্বরে ফ্যাক্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যে কেউ যে কোনো ধরনের তথ্য জানাতে পারবেন।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল হান্নান বলেন, আসন্ন এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী ফরম জমা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ভর্তি পরীক্ষার সব কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষার আর বাকি পাঁচ দিন। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও একটি সংঘবদ্ধ চক্র (ভর্তি কোচিং সেন্টার) মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষাকে সামনে রেখে 'শতভাগ ভর্তির নিশ্চয়তা' প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা করতে তৎপর। এ চক্রের সদস্যরা বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও ব্যক্তিগতভাবে শতভাগ কমন সাজেশন, সিক্রেট সাজেশন ও এক্সক্লুসিভ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মেডিকেল কলেজে ভর্তির বিষয়ে গ্যারান্টি দিয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায়ের চেষ্টা করছে। প্রতারক চক্রের সদস্যরা ভর্তি হতে না পারলে টাকা ফেরত দেবে, এমন কথা বলে আশ্বস্ত করছে বলেও তথ্য রয়েছে। ডা. হান্নান বলেন, এ ধরনের কোনো তথ্য শিক্ষার্থীরা কন্ট্রোল রুমে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি মেডিকেল ভর্তিচ্ছুদের প্রতারণার জালে পা না দিয়ে নিবিড়ভাবে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পরামর্শ দেন। তিনি জানান, ইতিমধ্যে র‍্যাব, এসবি, সিআইডি, ডিবিসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন মেডিকেল কোচিং সেন্টারের প্রতারক চক্রের সদস্যদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করে নজরদারি করতে চিঠি দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার দিন পর্যন্ত মেডিকেল ভর্তি কোচিং বন্ধের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মেডিকেল ভর্তি কোচিং বন্ধের নির্দেশ : মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনতে রোববার থেকে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মেডিকেল কোচিং বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। রোববার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব রেহানা ইয়াছমিন ৩১ আগস্ট স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশ দেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কিছু প্রতারক, দুর্নীতিবাজ ও কুচক্রীমহল কোচিং সেন্টারের নামে বা ব্যক্তিগতভাবে অনলাইন ব্যবস্থাপনাকে পুঁজি করে অতিসাধারণ কোমলমতি ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মেডিকেল, ডেন্টাল কলেজ, ইউনিট, ইন্সটিটিউটে ভর্তির বিষয়ে শতভাগ কমন সাজেশন অথবা কোনোভাবে ভর্তি করে দেয়ার আশ্বাস-নিশ্চয়তা দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে এ ধরনের চিঠি পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।